Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

৩৭ বর্ষ ৮ সংখ্যা ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ ৯ ফাল্গুন, ১৪১৯

মোদের গরব মোদের আশা আমার প্রতিবাদের ভাষা ...

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি, বর্ধমান : ঐতিহাসিক ভাষা শহিদ দিবস। দিনটি বাংলা ভাষার অধিকার অর্জনের জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ তৎকালীন

পূর্ব-পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় বাংলা ভাষার সরকারি স্বীকৃতি ও মর্যাদা চেয়ে জন আন্দোলন সংগঠিত হয়। আন্দোলন রুখতে পাকিস্তান সরকারের নির্দেশে চলে গুলি। রক্ত ঝরে ঢাকার মাটিতে।

বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম এবং একমাত্র ভাষার জন্য অধিকার অর্জনের লড়াই বিশ্ববন্দিত হয়েছে। প্রায় ৬ দশক পর আজও ভাষা শহিদ দিবস শ্রদ্ধায় পালিত হয়। দিনটিতে মিশে যায় দুই বাংলার আবেগ।

বর্ধমান শহর ও জেলা জুড়ে নানান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভাষা দিবসের শহিদদের স্মরণ করা হয় আজ। বর্ধমান শহরে এদিন ভাষা দিবস উপলক্ষে পদযাত্রায় শামিল হন জ্ঞানীগুণী শিল্পী, কলাকুশলী বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র-যুবরা। মাতৃভাষার প্রতি শপথ, ভাষাদিবসের শহিদদের প্রতি গানে, কবিতায় শ্রদ্ধার্ঘ জানিয়ে পদযাত্রা শুরু হয় উত্তর ফটক রবীন্দ্রমূর্তির সামনে থেকে এবং শেষ হয় ম্যাগুলা পার্কের সামনে। এখানে শহিদ স্তম্ভে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ ও কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, গানে-গানে লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক ও গুণীজনেরা শহিদদের স্মরণ করেন। ভারতীয় গণনট্য সংঘ, আলাপ, বর্ধমান সঙ্গীতসমাজ, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ সহ বহু সাংস্কৃতিক সংস্থা ও ছাত্র-যুবরা এই অনুষ্ঠানের সহোদ্যোগী ছিলেন। বর্ধমান বিদ্যার্থী গার্লস স্কুলে জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে ভাষা শহিদ দিবস পালিত হয়।

গুসকরা নাট্যম সাংস্কৃতিক মঞ্চের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত হলো।

পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ রানিগঞ্জ আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে আজ কয়লাশ্রমিক ভবনে মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়। বিভিন্ন সাহিত্যিক, কবি সহ সাধারণ মানুষ মাতৃভাষা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনাসভায় অংশগ্রহণ করেন।

একুশে স্মরণে রক্তদান

অমর একুশে স্মরণে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন পূর্বস্থলী ১নং লোকাল কমিটির উদ্যোগে সমুদ্রগড় রেল স্টেশন বাজারে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। সংগঠনের জেলা সভাপতি দেবানন্দ প্রসাদ শিবিরের উদ্বোধন করেন। ১০ জন মহিলা সহ মোট ৭৫ জন যুবকর্মী রক্তদান করেন। রক্ত সংগ্রহে কালনা মহকুমা হাসপাতাল ঠিকমতো সহযোগিতা করছে না বলে যুবকর্মীরা অভিযোগ করেছেন।

সন্ত্রাসের প্রতিবাদে মিছিল রানিগঞ্জে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি রানিগঞ্জ : টেট-এর সীমাহীন দুর্নীতি, সারদা কেলেঙ্কারী, নারী নির্যাতন সহ রাজ্য জুড়ে তৃণমূলি সন্ত্রাসের প্রতিবাদে সি পি আই(এম) রানিগঞ্জ জোনল কমিটির পক্ষ থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি রানিগঞ্জ পোস্ট অফিস ময়দান থেকে এক বিশাল মিছিল বের হয়। সহস্রাধিক মানুষ মিছিলে অংশ নেয়। এন. এস বি রোড, সি আর রোড, পি. এন. মালিয়া রোড হয়ে শিশু বাগান অঞ্চলে নজরুল ইসলাম-এর মূর্ত্তির পাদদেশে মিছিল শেষ হয়। মিছিল শেষে বক্তব্য রাখেন আজাদী প্রসাদ, রুণু দত্ত, অনুপ মিত্র প্রমুখ।

প্রদীপ তা ও কমল গায়েনের স্মরণসভা

বিকল্প নীতির লড়াইয়ে বামপন্থীদের শক্তিবৃদ্ধি ঘটাতে হবে —বৃন্দা কারাত

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২২ ফেব্রুয়ারি :

'ঘরে বসে বসে ক্রন্দনে নয়,
অধিকার জিতে নিতে হয়।
রক্ত কিনে নিতে হয়.... '

—এই প্রত্যয়ে ধ্বনিত হল আজ শহিদ প্রদীপ তা, কমল গায়েনের স্মরণসভা। গোটা দেশ আজ স্মরণ করছে বর্ধমান জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই দুই শহিদকে। সি পি আই(এম) বর্ধমান জেলা কমিটির আহ্বানে ছাপিয়ে যাওয়া প্রেক্ষাগৃহে শহিদ স্মরণসভায় আজকের প্রধান বক্তা ছিলেন সি পি আই(এম) পলিটব্যুরোর সদস্য বৃন্দা কারাত। এছাড়া বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক অমল হালদার। সভা পরিচালনা করেন অচিন্ত্য মল্লিক। সভার শুরুতে শহিদদের প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। মালা দেন পরিবারের সদস্যদের সাথে পার্টির নেতৃবৃন্দ।

বৃন্দা কারাতের বক্তব্য : শ্রমিক শ্রেণির পার্টি করতে এসে আমরা শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থকে সবার উপরে রাখার কথা ভাবি। আর লাল ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে যখন মেহনতি মানষ বুক চিতিয়ে পথ হাঁটেন অবাক হয়ে মানুষ দেখেন কোন সাহসে তাঁরা এগিয়ে চলেন। এত শক্তি, এত সাহস তাঁরা পান কোথা থেকে? গর্ব হয় কমিউনিস্ট আন্দোলনে এই বীর শহিদেরাই আমাদের পথ চলার প্রেরণা দেন। এই সমস্ত শহিদদের তাই আমরা লাল সেলাম জানাই। বর্ধমান জেলা সংগঠন আজ বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখে। এর মধ্যেই সংগঠন যেভাবে তার সমস্ত শক্তিকে সংহত করছে তার জন্য পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে এই জেলাকে এই জেলার পার্টিকর্মীদের আমরা অভিনন্দন জানাই। ১৬ জন শহিদ হয়েছেন, আমাদের ছাত্র-যুব-মহিলা কর্মীরা প্রতিনিয়ত টার্গেট হচ্ছেন কেন? এরজন্য আমাদের গত দশ বছরের আন্দোলনগুলিকে ফিরে দেখতে হবে।

তিনি বলেন, দেশের রাজনীতিতে পশ্চিমবাংলায় বামপন্থীরা একটি পৃথক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছিল। পুঁজিবাদী এমন দেশে একটি নতুন দিক নির্দেশ তৈরি হয়েছিল—মানুষ বুঝতে পেরেছিলেন বামপন্থীরা একটি বিকল্প রাজনীতির সন্ধান দিচ্ছেন। পুঁজিবাদের বিকল্প কী হতে পারে যখন এমন একটা ভাবনায় বিশ্বে আলোড়ন উঠলো সেই সময় এই নতুন দিশা পুঁজিবাদকে বিপন্ন করে তুলেছিল। তাই আমরা কী দেখলাম? মাওবাদী, বিজেপি, কংগ্রেস সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সম্মিলিতভাবে বামপন্থীদের উৎখাতে ভূমিকা নিল।

সালকু সোরেনের কথা মনে করুন। আদিবাসী গরিব মানুষ শহিদ হয়েছিলেন। সালকুর মা চিন্তামনি বলেছেন—'আমি আছি, আমার ছেলে নেই'। এই বিপ্লবী বার্তা যে পরিবার দেয় আমরা সেই ঐতিহ্য নিয়ে পথ চলি। বহুজাতিক পুঁজি, পারমাণবিক চুক্তি, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাই বর্ধমান জেলা টার্গেট। এই জেলায় হরেকৃষ্ণ কোঙার জন্মেছেন। এখানে ভূমি সংস্কারের সফল রূপায়ণ ঘটেছে। পঞ্চায়েতিরাজ সফলভাবে রূপায়িত হয়েছে। গরিব মানুষের হাতে ক্ষমতা এসেছে—শ্রেণি সংগ্রামে সমগ্র দেশে বর্ধমান জেলা একটা মডেল। সামন্ততান্ত্রিক আন্দোলনকে প্রতিহত করে বর্ধমান যে গৌরবজনক ইতিহাস গড়ে তুলেছিল সেজন্য বর্ধমান হল টার্গেট।

এই রাজ্যে কি এখন আইন-শৃঙ্খলা আছে? কেন গ্রেপ্তার হয়নি শহিদ প্রদীপ তা, কমল গায়েনের হত্যাকারীরা? হত্যাকারীদের হাতে খোলা লাইসেন্স তুলে দিয়েছে তৃণমূলের সরকার। দু'বছর অতিক্রান্ত হলেও তাই অপরাধী গ্রেপ্তার হয় না। গত কালকের অফিস আক্রমণ একই কারণে।

আমরা জানি এই আক্রমণ শুধু কমিউনিস্টদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। আজ তাই চরম মূল্য দিতে হচ্ছে এ রাজ্যের মহিলাদের। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি আজ বিপন্ন। নবাবহাট, মধ্যমগ্রাম, কামদুনি সব জায়গায়

—এরপর চারের পাতায়

তৃণমূলি আক্রমণে বিধ্বস্ত সি পি আই(এম) রায়না-খণ্ডঘোষ জোনাল কমিটির অফিস

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২১ ফেব্রুয়ারি : ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা স্মরণের দিন তথাকথিত মিলন মেলার অজুহাতে ৫০-৬০ জনের একদল তৃণমূলি দুষ্কৃতী ১ টি ট্রাক্টর ও কয়েকটি মোটর সাইকেল-এ এসে আকস্মিক আক্রমণ চালালো রায়না-খণ্ডঘোষ জোনাল কমিটির সগড়াই স্থিত সি পি আই(এম) অফিসে। বর্ধমান শহর থেকে প্রায় পনেরো কিলোমিটার দক্ষিণে দামোদর সন্নিহিত বর্ধমান-আরামবাগ সড়কের উপর এই পার্টি অফিসে বেধড়ক আক্রমণ চালায় দুষ্কৃতীরা। ১৫-২০ মিনিটের সশস্ত্র আক্রমণে ভাঙা হয় অফিসের যাবতীয় আসবাব, চেয়ার, টেবিল, কম্পিউটার, আলমারি। ভেঙে দেওয়া হয় তিনটি টিভি। একটি জিনিসও আস্ত নেই। আগুন লাগানো হয় সমস্ত নথিপত্রে। পুড়িয়ে দেওয়া হয় তিনটি মোটর সাইকেল। উপস্থিত চার পাঁচজন কর্মী অফিসে হাজির থাকলেও অতর্কিত আক্রমণে তাঁরা দিশেহারা হয়ে প্রাণ ভয়ে আশ্রয় নেন অফিসের ছাদে।

এই সময়ে অফিসে প্রবেশ করেছিলেন খণ্ডঘোষ পশ্চিম লোকাল কমিটির সম্পাদক অর্পণ ঘোষ। তাঁকে রাস্তায় ফেলে লাঠি-রড দিয়ে ভীষণভাবে আঘাত করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে বর্ধমান হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু সেখানে চিকিৎসার অবহেলার কারণে স্থানীয় লোকজন একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে তাঁকে নিয়ে যায়। তাঁর মাথায়, কোমরে, চোখে গুরুতর আঘাত লেগেছে। খবর শোনা মাত্র পার্টির জেলা সম্পাদক অমল হালদার এবং প্রাক্তন জেলা সভাধিপতি উদয় সরকার ঘটনাস্থলে হাজির হলে স্থানীয় মানুষজন বিপুল সংখ্যায় হাজির হন। তাঁরা দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবি জানান।

নতুন চিঠি

২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

রতনে রতন চেনে

বড্ড একাকী হয়ে পড়েছিলেন অন্নাজী। সংবাদ মাধ্যমে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তোলা গান্ধি-ইমেজ আর কাজ করছিল না। মিডিয়ারও বলিহারি। কেজরিওয়ালের সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ার পর তারা অন্নাজীকে ছেড়ে কেজরিওয়ালকে নিয়েই হামলে পড়লো। তিনি তো দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হলেন, আবার ছেড়েও দিলেন। এবারে সর্বভরতীয় রাজনীতিতে পদার্পণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এদিকে অন্নাজীর সভায় আর লোক হয় না, লোকপালের দাবিতে অনশন শুরু করেও বেশি দিন আর চালাতে পারলেন না। আসলে যে বিজেপি তাদের লোক পাঠিয়ে আসর ভরাতো কেজরিওয়ালের আম-আদমি চ্যালেঞ্জে আশংকিত হয়ে এদিক থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে।

এই দুর্বিপাকে নব-গান্ধির একটা অবলম্বন দরকার। এদিকে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে তৃণমূল দলকে প্রাসঙ্গিক করে তোলার জন্য এবং প্রধানমন্ত্রী হবার সুপ্ত বাসনার তাড়নায়, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জীও দলীয় কোনো জোটসঙ্গী জোগার করতে না পেরে ছটফট করছিলেন। কাজেই মাণিকাঞ্চন যোগ হলো। রাজনীতি ও সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে দুষ্ট ও দুর্নীতিগ্রস্ত জ্ঞানে যিনি কোনো নিন্দাবাক্য প্রয়োগেই কুণ্ঠিত ছিলেন না, এবং যে রাজনীতির পথে যাওয়ার জন্য কেজরিওয়ালের সঙ্গে তাঁর বিরোধ, সেই রাজনীতিকেই ইষ্টজ্ঞান করে তিনি প্রণতা মমতা ব্যানার্জিক প্রধানমন্ত্রী করার আশীর্বাদ দিয়ে রাজনীতিতেই আত্মনিবেদন করলেন। যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে যৌথ প্রচারের অঙ্গীকার করলেন।

দুষ্টজনেরা এই নব-গান্ধিকে প্রশ্ন করেছিলেন, তৃণমূল-শাসিত পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের উপর নিত্য আক্রমণ, দুষ্কৃতীরাজ, ধর্ষণে রেকর্ড, অপার দুর্নীতি ও দুর্নীতিবাজদের পরিপোষণ সত্ত্বেও সে সব না দেখে কীভাবে তিনি সেই রাজ্যের শাসকদল ও মুখ্যমন্ত্রীর হয়ে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে নামতে চলেছেন। উত্তরে তিনি সমালোচকদের চশমা পাল্টাতে বলেছেন। আসলে তিনি নিজেই যে তাঁর চশমাটির গান্ধি-ফ্রেমটি বজায় রেখে পুরো লেন্সটাই পালটে ফেলেছেন। তাঁর সতেরো দফার দফা-রফায় যিনি মোটেই কালবিলম্ব করবেন না, সেই 'সততার প্রতিমূর্তি'কেই গান্ধির মূর্তিধারী অন্নাজী উদ্ধারকর্ত্রী হিসাবে দিল্লির মসনদে বসাবার খোয়াব দেখাচ্ছেন। রতনেই তো রতন চেনে।

সৌজন্য : ফেসবুক

ভ্রমসংশোধনী

১৫ ফেব্রুয়ারি নতুন চিঠির ৭ সংখ্যায় দুর্গাপুর স্কুল অফ নার্সিং-এর ষষ্ঠ ক্যাপিং এ্যান্ড ল্যাম্প লাইটিং -এর খবরটিতে দুর্গাপুর স্কুল অফ নার্সিং-এর চেয়ারম্যানের নাম ইউ কে দাস -এর পরিবর্তে পড়তে হবে পি কে দাস। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত। — সম্পাদক

এক ডজন প্রশ্ন

১. বিশ্ব রেডিও দিবস কবে পালিত হয়?
২. আগ্নেয়গিরি 'মাউন্ট কেলুদ' কোথায় অবস্থিত? সম্প্রতি কবে জেগে উঠেছে?
৩. 'স্টেথোস্কোপ' কে আবিষ্কার করেন? কবে তাঁর জন্ম?
৪. 'টাইপ রাইটার' যন্ত্রের উদ্ভাবক কে? কবে তিনি প্রয়াত হন? জন্ম কবে?
৫. দ্য গাম্বিয়া দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
৬. কসোভো দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
৭. অমৃতবাজার পত্রিকা প্রথম কবে সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত হয়? কবে দৈনিক হয়?
৮. উত্তম-সুচিত্রা জুটিতে অভিনীত প্রথম ছবি কোনটি? কবে রিলিজ হয়েছিল?
৯. 'ভারত স্বাধীনতা পাবে' — কে কবে ঘোষণ করেন? সেই সঙ্গে ব্রিটিশরা সম্পূর্ণ ভাবে কবে ভারত ত্যাগ করবে বলে ঘোষিত হয়?
১০. বিশ্ব পর্যটন দিবস কবে পালিত হয়? এদিন আর কোন আন্তর্জাতিক দিবস?
১১. সেন্ট লুসিয়া দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
১২. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট কে হন? কবে কোথায় তাঁর জন্ম?

(উত্তর শেষের পাতায়)

একুশ, শাহবাগ ও আমরা

শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার

এবারের একুশে এসেছি আমার নিজের মাটি আসামের বরাক উপত্যকায়। সীমান্ত-শহর করিমগঞ্জের অদূরে ছোট জনপদ বাঁরৈগ্রাম। উনিশশো একষট্টির ভাষা আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সাক্ষী এই জনপদ। এই জায়গারই সন্তান প্রভাংশু দত্ত। আজীবন অধ্যাপনা করেছেন বদরপুর কলেজে। বামপন্থী আন্দোলনের দীর্ঘদিনের সংগ্রামী মানুষ। অধ্যাপক আন্দোলনে অংশ নিয়ে বেশ কয়েক বছর ছিলেন বরখাস্ত অবস্থায়। সম্প্রতি চাকুরি থেকে অবসর নিয়েছেন। চাকরি জীবনের শেষে সারা জীবনের উপার্জন থেকে কুড়ি লক্ষ টাকা দান করেছেন পার্টির তহবিলে। আরো দশ লক্ষ টাকা দান করেছেন বাঁরৈগ্রামে এক বিশাল ভাষা শহিদ স্মারক তৈরি করার জন্যে। করিমগঞ্জ জেলার পার্টি উদ্যোগ গ্রহণ করে শামিল করেছেন সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষকে। অংশগ্রহণ করিয়েছেন বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদেরও। শহিদ স্মরণ সমিতি গঠন করে এক বিশাল সুদৃশ্য শহিদ স্মারক তৈরি করানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বাঁরৈগ্রামের জফরগড় স্কুল কর্তৃপক্ষ স্কুলের ভেতরে এই শহিদ স্মারক বসানোর অনুমতি দিয়েছেন। আজ একুশের সকালে বরাক উপত্যকার বৃহত্তম শহিদ স্মারকের আবরণ উন্মোচন করলেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সোমনাথ দাশগুপ্ত। শহিদ

স্মরণ সমিতি সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন, এই শহিদ স্মারক শুধু একুশের বা বরাকের ভাষা সংগ্রামের উনিশের শহিদদের স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত নয়। সারা পৃথিবীর সমস্ত ভাষা শহিদদের স্মৃতিতে এই স্মারক নির্মিত হয়েছে। ভাষা শহিদ স্মারকের উন্মোচনের পর আলোচনাসভায় বক্তাদের বক্তব্যে উঠে এল সারা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা সংগ্রামের কথা। উনিশশো বাহান্ন সালের একুশের সংগ্রাম আর বরাকের একষট্টি বাহাত্তর ছিয়াশি ও ছিয়ানব্বই সালের ভাষা সংগ্রামের শহিদরা মিলেমিশে গেলেন। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক আসামের মন্ত্রী সিদ্দেক আহমেদও। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বরাকের শিল্পীদের পাশাপাশি অংশ নিলেন বাংলাদেশ থেকে আসা লোকশিল্পীরাও। যেন এক বিরাট কর্মযজ্ঞ সম্ভব হয়েছে একটি মানুষের এই মহৎ অবদানের জন্যেই। আমাদের সমাজে যাঁরা বিরাট ধনসম্পদের অধিকারী তাঁরা তাঁদের আয়ের একটি অংশ মহৎ নানা সমাজিক কাজে ব্যয় করে থাকেন এটা কোনো বড়ো কথা নয়। আজকাল এই অঞ্চলে কালোটাকার মালিক রাজনৈতিক নেতারা কথায় কথায় টাকা দান করেন। প্রভাংশুবাবুর ব্যাপারটি তা নয়। তিনিই মোটেই ধনাঢ্য ব্যক্তি নন, সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসারী মানুষ। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক চেতনা ও গভীর মানবিক আবেগ এটাই শিখিয়েছে জীবন শুধু নিজের জন্যে বা নিজের পরিবারের জন্যে নয়। নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা। তাঁর জন্যেই এবারের একুশের সকাল দুপুর রাত এ অঞ্চল উৎসবমুখর হয়ে উঠেছে। তবে একুশ বা উনিশ তো শুধু আবেগের প্রকাশ নয়, সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক লড়াইয়ের অভিন্ন অংশ।

ওপারে বাংলাদেশে একুশ এবার এসেছে এক রক্তঝরা সময়ের মধ্যে। একদিকে বাংলাদেশের তরুণ সমাজ একুশের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দীক্ষিত হয়ে বাংলাদেশের সমাজকে মৌলবাদ ও ঘাতক দালালদের হাত থেকে মুক্ত করতে মুখর হয়েছেন। অন্যদিকে এর উত্তরে বাংলাদেশের মৌলবাদী ঘাতক দালালরা ও তাদের দোসর রাজনৈতিক শক্তি বাংলাদেশকে রক্তাক্ত করে তুলেছে। বাংলাদেশে সবসময়ই একুশের উদযাপন নিছক শহিদ স্মরণ হিসেবে উদযাপিত হয় না। প্রতিবারই এই দিনকে তাঁরা উদ্‌যাপন করেন বিদ্যমান সময়ের রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক বাস্তবতার বুকে দাঁড়িয়ে। একুশের উদ্‌যাপনে ছিল শাহবাগের সংগ্রামের ছায়া। তরুণ সংস্কৃতিকর্মী রাজীব হায়দার তখন সদ্য শহিদ হয়েছেন জামাতের কর্মীদের হিংস্র আক্রমণে জীবন দিয়ে। উনিশশো সাতচল্লিশের ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছিল ধর্মভিত্তিক রাজনীতির অন্ধ আবেগকে সঙ্গী করে। দ্বিজাতিতত্ত্বের মোহাচ্ছন্ন ওপারের বাঙালি মুসলিম জেনেছিল জাতি নির্মিত হয় ধর্মের ভিত্তিতে, ভাষার ওপরে নয়। উনিশশো বাহান্নর ভাষা সংগ্রাম ওপারের বাঙালিকে মুক্ত করলো ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অন্ধগলি থেকে। একুশ বার্তা দিল অসাম্প্রদায়িক বাঙালিত্বের। ওপারের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা এই বাঁক বদলকে বলেন, ওপারের বাঙালির ঘরে ফেরা। এই অসাম্প্রদায়িক বাঙালিত্বের পথে হেঁটে এগিয়েই রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান রূপান্তরিত হল বাংলাদেশে। ২০০০ সাল থেকে একুশ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রসংঘের ঘোষণার মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই নানা ভাষী মানুষরা পালন করছেন এই দিন। প্রশ্ন উঠতে পারে ২০০০ সালের আগে একুশের কতটা তাৎপর্য ছিল আমাদের রাজনীতির জন্যে বা সংস্কৃতি সংগ্রামের নিরিখে। ওটা কি ছিল শুধুই ওপারের বাঙালির একটা অর্জন? শুধুমাত্র অভিন্ন মাতৃভাষার জন্যেই আমাদের কর্তব্য ছিল ওই দিন পালনের? এর বাইরে কী কোনো তাৎপর্য ছিল ওই দিনের আমাদের জন্যে? এটা ঠিকই ওই দিনটি বাঙালির ভাষার অধিকার রক্ষার আন্দোলনের একটি মাইল ফলক। তবু এর তাৎপর্য আরো গভীরে। আমরা মনে করতে পারি উনিশশো পাঁচ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পথে নেমেও পরে সরে গিয়েছিলেন। সরে গিয়েছিলেন এজন্যই, তিনি দেখতে পেয়েছিলেন বাঙালির মজ্জার ভেতরে যুগ যুগ ধরে গেড়ে বসে আছে বিভাজনের চিহ্ন। হিন্দু বাঙালি ও মুসলিম বাঙালি পাশাপাশি বাস করেও রয়েছে দূরত্বে। এই দূরত্ব থেকেই জন্ম নিয়েছে দ্বিজাতিতত্ত্বের ধর্মীয় রাজনীতি। একুশ শুধু ভাষার অধিকারকেই প্রতিষ্ঠিত করে নি। রবীন্দ্রনাথ 'ব্যাধির প্রতিকার' প্রবন্ধে যে ব্যাধির কথা বলেছিলেন, সেই ব্যাধির প্রতিকারের পথেই হেঁটেছিল একুশ, শাহবাগ তাঁকেই পূর্ণতা দিতে চেয়েছে ঘাতক-দালাল মৌলবাদীদের বিচার ও শাস্তির মধ্যে দিয়ে।

এই লড়াইয়ের তাৎপর্য এপারেও অপরিসীম। এই বঙ্গে এখনো 'ব্যাধির প্রতিকার' হয় নি। এখনো হিন্দু-বাঙালি ও মুসলিম-বাঙালি পাশাপাশি বাস করেও রয়েছে দূরত্বে। বাঙালির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য নির্মাণের কাজ এখনো অসম্পূর্ণ। এই কাজে একুশ আমাদেরকে আলো দেখাতে পারে। শাহবাগ নিয়ে আমাদের প্রাথমিক উচ্ছাসের সীমা ছিল না। কিন্তু এই মুহূর্তে এ দেশে অনেকেরই ধারণা শাহবাগের লড়াই ব্যর্থ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কোন মাটিতে দাঁড়িয়ে শাহবাগের তরুণরা কোন শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন তা তাঁরা জানতেন। কিন্তু এপারে অনেকেরই ধারণা ছিল, যে দ্রুততায় শাহবাগে লক্ষ জনতার জমায়েত হয়েছে, সেই দ্রুততাতেই বোধহয় মৌলবাদীরা বাংলাদেশে নিঃশেষ হয়ে যাবে। ঘটনাটি ওভাবে ঘটেনি বলে এখানে অনেকের ধারণা শাহবাগ ব্যর্থ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে শাহবাগ তো ব্যর্থ হয়ই নি, বরং শাহবাগের লড়াই ছড়িয়ে পড়েছে বাঙালির প্রতি গৃহকোণে। আজকের বাংলাদেশের রাজনীতি সংস্কৃতি ও সমাজজীবনে মৌলবাদী ও ধর্মভিত্তিক কী স্থান হবে তা নিয়ে বিতর্ক ছড়িয়ে পড়েছে বাংলাদেশের সর্বত্র। এমন কি জামাত-সম্পৃক্ততার বিষয় নিয়ে বি এন পি দলে নেতৃত্ব থেকে নিচের স্তর পর্যন্ত বিতর্ক ছড়িয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রের মৌলিক আদর্শ নিয়ে এমন বিস্তৃত আলোচনা ও বিতর্কে জড়িয়ে পড়েনি বাংলাদেশের সমাজ। এখানেই শাহবাগের উপস্থিতি এবং সাফল্য। আজ আমাদের এ পারে যখন দাঙ্গাবাজ অতীতকে ভুলিয়ে দিয়ে উন্নয়নের মুখোস পড়ে নির্বাচনী আসরে নেমেছেন নরেন্দ্র মোদী ও তার দল, তখন ওপারের ওই সংগ্রাম বিতর্ক কি আমাদের জন্যে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারে না? শুধু নরেন্দ্র মোদী কেন, মুসলিম সমাজের পশ্চাদ্‌পদতাকে তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে সূক্ষ্ম সাম্প্রদায়িকতা ও পৃথকত্বের রাজনীতি করছেন, সেখানেও কি শাহবাগ বা একুশ আমাদের পথ দেখাতে পারে না? স্মরণ করা যেতে পারে, ওপারে যখন শাহবাগের লড়াই চলছে তখন এখানে মৌলবাদীরা শাহবাগ-বিরোধী জমায়েত মিছিল করেছেন। এই প্রচেষ্টাগুলির নেপথ্যে ছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁরা দলের নীরব আশীর্বাদ। এটা অজ্ঞানতা প্রসূত কোনো ঘটনা নয়, বলাবাহুল্য। কারণ কেউ জানুক আর না জানুক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দল জানে, শাহবাগের বাতাস এপারের হিন্দু ও মুসলিম সমাজকে ছুঁলে তাঁর রাজনীতি দুর্বল হবে। কারণ মৌলবাদ-বিরোধিতা গণতন্ত্রের পথ সুগম করে। আর সমাজের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের সুবাতাস বয়ে যাওয়া মানে ফ্যাসিবাদের দিন শেষ।

এ জন্যেই একুশ উদ্‌যাপন, শাহবাগের প্রতি সহমর্মিতা প্রগতিপন্থীদের জন্যে একটি জরুরি রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক কাজ।

রাজ্য বাজেটে অনেক প্রশ্নের উত্তরই অধরা থেকে গেল

অরূপ চট্টোপাধ্যায়

সাধারণভাবে কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রেক্ষিতে কোনো রাজ্যের বাজেট অনেকটাই ম্রিয়মান এবং জনমানসে কম প্রভাব সৃষ্টিকারী। কিন্তু আমাদের রাজ্যে এ মাসের ১৭ তারিখে পেশ হওয়া বাজেটটি তার একটি ব্যতিক্রম। কারণ এই বাজেট প্রস্তুত করেছেন অর্থশাস্ত্রে পণ্ডিত এমন একজন শিল্পপতি-বান্ধব অর্থমন্ত্রী যিনি 'মা-মাটি-মানুষ'-এর সরকারের প্রতিভূ এবং বিগত সরকারের ৩৪ বছরের (অপ!)শাসনকালের অবসান ঘটিয়ে রাজ্যে যখন কিনা বর্তমান সরকারের উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলছে। আবার মাননীয় অমিত মিত্র মহাশয় দাবি করছেন রাজ্যে আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে তিনি আমূল পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছেন। বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রগুলিতে পাতার পর পাতা প্রতিদিন রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপন থেকেও জানতে পারছি সোনার বাংলা আমাদের ধরা-ছোঁয়ার কাছাকাছি চলে এসেছে। এ সবেরই অভিমুখ বাজেটে সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়। তাই রাজ্যের এই বাজেট আমাদের কৌতূহল সৃষ্টি করেছে— বিশেষ করে কিছু জরুরি বিষয়ের প্রকৃত উত্তর খুজতে।

(১) গত বছরে রাজ্যে ১৩ লক্ষ লোকের নতুন করে কর্মসংস্থান হয়েছে এবং এ বছরে তা বেড়ে দাঁড়াবে ১৬ লক্ষে। (২) কেন্দ্রের বঞ্চনা সত্ত্বেও কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য প্রতিটি ক্ষেত্রে রাজ্যে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে বর্তমানের আড়াই/তিন বছরে। (৩) রাজস্ব আদায়ে এই সরকার রেকর্ড সৃষ্টি করেছে এবং রাজ্যে নতুন করে ফিনান্সিয়ালে রেসপনসিবিলিটি অ্যান্ড বাজেট ম্যানেজমেন্ট (এফ. আর. বি. এম) অ্যাক্ট চালু করেছে। (৪) বিগত বাম সরকার অধিকতর ঋণ গ্রহণ করে রাজ্যটাকে দেউলিয়া করে ছেড়েছে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী সেই 'পাপ' খণ্ডন করে রাজ্যকে সঠিক জায়গায় তুলে আনতে সক্ষম হয়েছেন। এরকম অনেক দাবি গণমাধ্যম মারফত জনগণের কাছে উপস্থাপিত হচ্ছে। কিন্তু স্বল্প পরিসরের এই প্রবন্ধে প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য আমরা এই চারটি বিষয়ের উপরেই মনোনিবেশ করব।

সিভিক পুলিশ ও শিক্ষিক নিয়োগ ছাড়া অন্য কোনো চাকুরির সুযোগ খুব একটা চোখে পড়ে না। আবার সিভিক পুলিশে চাকুরি 'পদ্মপত্রে জলের' মতো ক্ষণস্থায়ী। সবকিছু ছেড়ে দিয়ে নেতাদের কথায় সিভিক পুলিশে যোগদান করে অনেক যুবক-যুবতী আজ দিশাহারা এবং কাজের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাজ্যে টেট কেলেঙ্কারি আজ সর্বজনবিদিত। আবার শিক্ষিক/শিক্ষিকা নিয়োগের যে সংখ্যা প্রথম দিকে বলা হয়েছে আসল চাকুরির সংখ্যা তার চেয়ে অনেকটাই কম। নিন্দুকরা তাঁদের ধারে পাশে কোনো নতুন চাকুরি দেখতে পান না। সরকার পক্ষের লোকজন আরো বলছেন আমাদের দিদি-দাদাদের নামে এ বিষয়ে মিথ্যা ও কুৎসা রটনা করা হচ্ছে—রাজ্যে নতুন চাকুরি সঠিকভাবেই অনেকটা বেড়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষও জানে চাকরি বাড়লে সরকারের এ বাবদ ব্যয় বাড়বে এবং তা বাজেটে প্রতিফলিত হবে। কিন্তু যখন দেখা যায় বেতন প্রদান বাবদ রাজ্য সরকারের ব্যয় গত বছরের ৩২৭৭৩ কোটি টাকা থেকে কমে এ বছর ৩০২২২ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, তখন ধন্ধ জাগে এ দাবি কি শুধু ভোট বৈতরণী পার হওয়ার জন্য না অন্য কিছু?

চলতি বাজেটে মাননীয় অর্থমন্ত্রী দাবি করেছেন শিল্প, স্বাস্থ্য সহ সর্বক্ষেত্রে রাজ্যে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটছে এবং এ ব্যাপারে কেন্দ্রের বিশেষ কোনো সহযোগিতা নেই। কিন্তু কেন্দ্রের আর্থিক সহায়তা না থাকলে কীভাবে তার পরিমাণ বাজেটে বৃদ্ধি ঘটিয়ে দেখানো যায়? ২১৫৯৪ কোটি টাকার জায়গায় রাজ্য বাস্তবে এ বাবদ মাত্র ১৫৯৫৪ কোটি টাকা খরচ করতে পেরেছিল। কন্যাশ্রী, ১০০ দিনের কাজ, সংখ্যালঘু উন্নয়ন, রাস্তা নির্মাণ, পানীয় জল ও বিদ্যুত সরবরাহ সকল ক্ষেত্রেই রাজ্য আসলে কেন্দ্রের দেওয়া টাকা খরচ করে নিজের বলে বিজ্ঞাপিত করছে। আবার স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উন্নয়নের দুটি সূচক হচ্ছে শিশু মৃত্যুর হার এবং সামগ্রিক জনগণের মৃত্যুর হার। যে দুটি বিগত বাম শাসনকালে সর্বদা কমেছে। কিন্তু এখন এই দুটি সূচকই উর্দ্ধমুখী— যা স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অবনমনের পরিচায়ক।

নতুন শিল্পস্থাপনে রাজ্যে বর্তমান সরকারের প্রচারসর্বস্ব ভূমিকা আজ সর্বজনবিদিত। এসকল ক্ষেত্রে সরকারের পদক্ষেপের আসল ছবি ধরা পড়ে বাজেটে মোট মূলধনি ব্যয়ের পরিমাণ থেকে। ২০০৮-০৯ বা ২০০৯-১০ (বাম সরকারের শেষ ভাগ) পর্যন্ত দেখা যায় রাজ্যে মূলধনি খাতে বাজেট প্রস্তাবনার চেয়ে বাস্তবে বেশি ব্যয় হয়েছে। কিন্তু তারপর থেকে প্রস্তাবিত ব্যয়ের থেকে প্রকৃত ব্যয় সবসময় কম থেকেছে। আবার GNP deflator ব্যবহার করে এ বাবদ ব্যয়ের প্রকৃত অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ২০১০-১১ সালে (বাম শাসনের শেষ বছর) বৃদ্ধির হার ছিল ১৫.৮১ শতাংশ, সেটা পরের তিন বছর কমে দাঁড়াচ্ছে যথাক্রমে ৪.৪১, ১২.৮২ এবং ৬.১৪ শতাংশ। রাজ্যে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ কতটা চলছে তার আসল ছবি ধরা পড়ে বাজেটে মূলধনি ব্যয়ের পরিমাণ থেকে। যাতে দেখা যাচ্ছে আমাদের রাজ্য ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে এবং এর কুফল অদূর ভবিষ্যতে প্রকট হয়ে উঠবে।

এখন রাজ্য বাজেটে ব্যয়ের মূল ক্ষেত্র হচ্ছে রাজস্বখাতে ব্যয়। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বেতন বাবদ ব্যয় (যাতে এখন প্রকত খরচ কমেছে) বাদ দিলে এই ব্যয়ের মধ্যে পড়ে মূলত ঋণ পরিশোধের ব্যয়, প্রশাসনিক খরচ, মন্ত্রীসভার বিভিন্ন জেলায় বৈঠক বাবদ খরচ, সরকারের বিজ্ঞাপন ব্যয়, সারদা কাণ্ড, বিষমদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনুদান — যেগুলি সাময়িক চমক সৃষ্টি ছাড়া রাজ্যের কোনো দীর্ঘকালীন উন্নয়ন আনতে সক্ষম হয় না।

আমাদের সকলের মনে একটি ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে বর্তমানের মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর না বাড়িয়েও মোট কর সংগ্রহ অনেকগুণ বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন শুধু কর প্রশাসনের সংস্কার করে এবং রাজ্যে এফ আর বি এম অ্যাক্ট চালু করে। আসলে কিন্তু যতটা দাবি করা হচ্ছে ততটা কর আদায় বৃদ্ধি পায়নি। বাম সরকারের শেষ বছর যখন কর সংগ্রহ বৃদ্ধির হার ছিল ২৫ শতাংশ তখন এটা এখন কমে হয়েছে ২০ শতাংশ। আবার বৃদ্ধিটুকু সম্ভব হয়েছে আবগারি ক্ষেত্রের প্রসার ঘটিয়ে (যেটার বিরুদ্ধে বাম আমলে হইচই করা হয়েছিল) এবং পণ্য প্রবেশ কর বসিয়ে (যেটা আবার আদালতের রায় অনুযায়ী অসাংবিধানিক)। আবার এই পণ্য কর বা পরোক্ষভাবে বিদ্যুৎ মাসুল বাড়িয়ে যে রাজস্ব আদায় বাড়ানো হচ্ছে তার জন্য আজ রাজ্যে জিনিসপত্রে দাম অস্বাভাবিক এবং যা গরিব মানুষকে আঘাত করছে। মাননীয় অমিতবাবু গর্বের সাথে দাবি করছেন বিগত বামফ্রন্ট সরকার যেটা পারেননি তিনি সেটা করেছেন এবং এফ আর বি এম অ্যাক্ট চালু করে তিনি রাজ্যের রাজকোষ ঘাটতি মোট আয়ের ৫ শতাংশের মধ্যে রাখতে সক্ষম হবেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে রাজকোষে ঘাটতি ১৩ হাজার ৪১৪ কোটিতে বেঁধে রাখার লক্ষ্য থাকলেও তা বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ২১ হাজার ৮৯২ কোটি টাকা। আবার রাজস্ব ঘাটতি এখন বেড়েছে ৩০০ শতাংশ। এর পিছনে আছে মেলা, উৎসব, সাম্মানিক প্রদান ও অন্যান্য বেহিসেবি খরচ। মা-মাটি- মানুষের সরকারের দায় পড়ছে সাধারণ মানুষের উপর। আর সরকারি ঋণের ভার ক্রমশ বেড়ে চলেছে।

এই প্রবন্ধের লেখক মাদুরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাপত্র অনুসন্ধান করে দেখেছে ১৯৭৭-৭৮ সালে বামফ্রন্ট সরকার যখন রাজ্য শাসনের দায়িত্ব পায় তখন আগের সরকারের গ্রহণ করা বকেয়া যে ঋণ ছিল তা ২০১১ সালের প্রকৃত মূল্যে (স্বর্ণমান অনুযায়ী) দাঁড়ায় ৮০ হাজার কোটি টাকার মতো। বলা হয়, বিগত ৩৪ বছরের বাম সরকার রাজ্যটাকে দেউলিয়া করে দিয়েছে। কিন্তু যেটা বাম সরকারের করা ঋণ বলা হয় তা আসলে স্বাধীনতার পর রাজ্যে ৬৪ বছরের ঋণ। কংগ্রেস সরকারের গৃহীত ঋণ বাদ দিলে শুধু বাম আমলে ঋণ নেওয়া হয়েছে ১ লক্ষ ১২ হাজার কোটি টাকা—যা বছর প্রতি দাঁড়ায় ৩ হাজার কোটি টাকার কিছু বেশি। কিন্তু বর্তমানের তৃণমূল সরকার এখনও পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করেছে ৫৫ হাজার কোটি টাকা এবং বাজেট প্রস্তাব অনুযায়ী পরের বছর এই ঋণের মোট পরিমাণ দাঁড়াবে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ শুধু এই আমলে যে ঋণ নেওয়া হচ্ছে তা বাম সরকারের তুলনায় বছর প্রতি ১০ গুণের বেশি। অতএব এটা সহজেই বোধগম্য—কারা রাজ্যটিকে ঋণের ফাঁদে নিয়ে যাচ্ছে।

এই বাজেট থেকে উপরোক্ত যে বিষয়গুলি পরিস্ফুট হচ্ছে তা সরকারের দাবির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ নয়। হয় বর্তমান রাজ্য সরকারের উন্নয়নের দাবিগুলি অলীক, নতুবা এই বাজেট ভুল তথ্যে ভরা! এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের মনে এখনো অধরা থেকে গেল।

—লেখক বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক

বিদায় বেলার কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৪

ভাস্কর গোস্বামী

লোকসভা নির্বাচনের আগে দেয়াল লিখন খুবই পরিষ্কার। এই যাত্রায় কংগ্রেসের আর হয়তো সরকার গঠন করা হবে না। তাই বিদায় বেলায় অন্তর্বর্তী বাজেটে অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম জনগণের মন পেতে চেষ্টার কসুর করলেন না। ভোটমুখী এই বাজেটে ছত্রে ছত্রে তারই প্রতিফলন।

জনগণের মন জয় করতে এই বাজেটে গৃহস্থের ব্যবহারযোগ্য অনেক ভোগ্যপণ্যে (কনজিউমার ডিউরেবলস্) ও মূলধনী পণ্যের উৎপাদন শুল্ক দুই থেকে চার শতাংশ অবধি কমানোর প্রস্তাব দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। যার ফলে দাম কমতে পারে ক্যামেরা, প্রিন্টার, ওয়াশিং মেশিন, দেশীয় মোবাইল ফোন (দু'হাজার টাকার বেশি দামের) ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, মিক্সার গ্রাইন্ডার প্রভৃতি জিনিসের। এছাড়াও ঐ একই হারে শুল্ক কমার জন্য গাড়ি, স্কুটার ও মোটরসাইকেল-এর দাম কমার সম্ভাবনা আছে। ঐ হারে শুল্ক কমানোর জন্য ৩০০ থেকে ৪০০ কোটি টাকা কম রাজস্ব আদায় হবে। কিন্তু অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম এই রাজস্ব ঘাটতি পূরণ করার স্বপ্ন দেখছেন। স্বপ্ন উনি দেখতেই পারেন কিন্তু ওনার পক্ষে পুনরায় অর্থমন্ত্রী হওয়া প্রায় অসম্ভব। ওনার বিচারে ভোগ্যপণ্যের দাম কমলে চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং এই অতিরিক্ত চাহিদা দিয়ে রাজস্ব ঘাটতি পূরণ হবে। অর্থনীতির ভাষায় চাহিদা বৃদ্ধি জনিত উন্নয়ন। কিন্তু এই প্রকার উন্নয়নের পূর্ব শর্ত হচ্ছে মানুষের ক্রয়-ক্ষমতা। আর এই ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় আয়কর ছাড়ের মাধ্যমে এবং নতুন কর্মসংস্থানের মাধ্যমে। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে নতুন কর্মসংস্থানের দিশা বা ঘোষণার কথা নেই এই বাজেটে, আর অন্তর্বর্তী বাজেটে আয়করের রদবদল সম্ভব নয়। তাছাড়া এই শুল্ক কমিয়ে চাহিদা বৃদ্ধি পাবার তত্ত্বের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। ভোগ্যপণ্যের বড় বড় শিল্প সংস্থাগুলি অনেক সময়ে উৎপাদন শুল্ক হ্রাসের সুফল ক্রেতাদের না দিয়ে নিজেরা ভোগ করে এবং অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করে। তাই এই অসাধু বড় শিল্প সংস্থাগুলির উপর নজরদারির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের একটি ভূমিকা থেকে যায়।

অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী গাড়িশিল্পের মন্দার প্রভাব থেকে আমাদের দেশও মুক্ত নয়। গাড়িশিল্পের এই মন্দার দশা কাটাতে বহুজাতিক সংস্থাগুলির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চাপ ছিল সরকারের উপর। তারই প্রতিফলন এই বাজেটে লক্ষ্য করা যায়। এটা ঠিকই যে গাড়ি শিল্পের বিকাশ হলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়। কারণ শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে কর্মসংস্থান বাড়ে বা কর্মদিবস বৃদ্ধি পায়, যার প্রভাব জাতীয় আয়ের উপর পড়ে। বলাবাহুল্য বিদেশি গাড়ি বা দেশীয় গাড়িতে ব্যবহৃত বিদেশি যন্ত্রাংশ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে জাতীয় আয়ের নেতিবাচক প্রভাব থাকে। উক্ত শিল্পগুলির উৎপাদন বৃদ্ধি হলে আবার বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং ডলারের সাপেক্ষে টাকার মূল্য কমতে থাকে। এর প্রভাব গিয়ে পড়ে তেল ও তৈলজাত দ্রব্য রপ্তানির দামের উপর। ফলে মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা থেকে যায়।

কৃষিক্ষেত্রে এই বাজেট খুবই নিরাশাব্যঞ্জক। সার ও কৃষিতে ব্যবহারযোগ্য অন্যান্য জিনিসপত্রের ক্রমবর্ধমান দামের জন্য আজকে কৃষকরা খুবই হতাশ। কৃষকমহলে আশা ছিল সরকার সারের উপর কিছুটা ভর্তুকির ব্যবস্থা করে তাদের কষ্টের বোঝা লাঘব করবে। কিংবা উৎপাদিত শস্যপণ্যের সরকারি সংগ্রহমূল্যের (মিনিমাম সার্পোট প্রাইস) বৃদ্ধি ঘটিয়ে কৃষকদের উৎসাহ যোগাবেন অর্থমন্ত্রী পি. চিদম্বরম। কিন্তু তা না হওয়াতে কৃষকরা সেই একই তিমিরে থেকে গেলো। শুধু কৃষিতে ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি ও কম সুদে ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এই বাজেটে। তার মানে কৃষকদের আরো ঋণগ্রস্ত করার পুরো ব্যবস্থা রাখা হলো বাজেটে। এছাড়া তফশিলি জাতিবর্গের মধ্যে উদ্যোগপতি তৈরি করতে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল সংস্থার নামে একটি নতুন তহবিল গঠন এবং ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে কমিউনিটি রেডিও সেন্টার তৈরির প্রস্তাবও আছে বাজেটে।

সামাজিক ক্ষেত্রে কোনো ব্যয়বরাদ্দ না ঘটিয়ে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছে এই কেন্দ্রীয় বাজেটে। এর ফলে খাদ্য সুরক্ষা, অন্নপূর্ণা যোজনা ইত্যাদি চলতি কেন্দ্রীয় সামাজিক প্রকল্পগুলির মুখ থুবরে পড়ার আশঙ্কা থাকে। অন্য দিকে, বেশ কিছু সামাজিক ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দ ছাঁটাই করেছেন আমাদের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। বিদ্যালয়শিক্ষা ও সাক্ষরতা, নারী এবং শিশুবিকাশ ইত্যাদির মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ব্যয় কমানোর সুদূরপ্রসারী প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে। শুধু শিক্ষা-ঋণের উপর ভর্তুকি দিয়ে সামাজিক ক্ষেত্রের মুখ রক্ষা করেছেন পি চিদম্বরম। এছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কিছু নেই এই বাজেটে।

একটি সাধারণ ব্যক্তির সমস্ত লগ্নির তথ্য পাবার জন্য একটাই ডিম্যাট রেকর্ড করার প্রস্তাব আছে এই বাজেটে। অর্থাৎ ব্যাঙ্কের আমানত, শেয়ার, বন্ড, মিউচুয়াল ফান্ড ইত্যাদির জন্য একক ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট।

সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষদের জন্য একটি চমক আছে এইবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে। দেশের সব ডাকঘরগুলি আধুনিকীকরণের নামে কোর ব্যাঙ্কিংয়ের আওতায় নিয়ে আসার প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম। ডাকঘরের মাধ্যমে লেনদেনের দ্রুততা আনা, স্বচ্ছতা বাড়ানো এবং কর ফাঁকি এড়াতেই এই পদক্ষেপ। রাঘব বোয়ালদের কোটি কোটি টাকা বকেয়া কর পড়ে থাকে আর মধ্যবিত্তদের কষ্টের সঞ্চয়ের উপর শনির দৃষ্টি। বিদেশে রাখা লক্ষ কোটি কালো টাকা উদ্ধারের প্রচেষ্টা করার সৎসাহস কংগ্রেসের সরকারের আছে কি?

—লেখক বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক

বুদ্ধিজীবী কে?

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২০ ফেব্রুয়ারি : 'বুদ্ধিজীবী' সম্পর্কে সরকারি ধ্যানধারণার পরিবর্তন চেয়ে কটাক্ষ করলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও প্রধানমন্ত্রীর বিজ্ঞান উপদেষ্টা মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য, পদ্মভূষণ প্রাপ্ত বিকাশ সিন্‌হা। ২০ ফেব্রুয়ারি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কংগ্রেসে ভাষণ দিতে গিয়ে ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বলেন, বুদ্ধিজীবী কারা—যাঁরা ছবি আঁকেন যোগেন চৌধুরীর মতো অথবা যাঁরা নাচেন, নাটক করেন, গান করেন তারাই বুদ্ধিজীবী আজকের? অথচ যারা বিজ্ঞান নিয়ে নীরবে কাজ করে চলেছেন, অনেক গবেষণা চলছে, তাদের নিয়ে এই সরকারের কোনো দৃষ্টিভঙ্গি নেই। তিনি বিজ্ঞান প্রযুক্তি মন্ত্রী রবিরঞ্জন চ্যাটার্জীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, রাজ্যে গত দু'আড়াই বছর ধরে যে সংস্কৃতি আমদানি হয়েছে তা রাজ্যকে সর্বনাশের পথে নিয়ে যাবে। আগে এমনটা ছিলো না তিনি। এই মানসিকতার পরিবর্তন ঘটানোর আবেদন জানান।

সাংবাদিকদের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি জানান যে, কেবলমাত্র সরকারের ঢোল বাজালেই আপনি বুদ্ধিজীবী হবেন। বড় বড় কাগজে নাম ছাপা হবে। আর কেউ যদি ঘরের এক কোণে বসে দারুন অঙ্ক কষেণ তাহলে কেউ তাঁকে পুছবে না। তাছাড়া বুদ্ধিজীবী বলে কিছু হয় না আলাদা করে। কারণ প্রত্যেকেরই বুদ্ধি আছে আর সেই বুদ্ধিকে সকলেই নিজের কাজে ব্যবহার করেন।

সরকারের বিজ্ঞান দপ্তর কার্যত তুলোধুনা করেন তিনি বলেন, রাজ্যে এখন বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী উভয়েই কোনঠাসা। বিজ্ঞানমনস্কতা কমে যাচ্ছে। আজকের বাবা-মায়েরা চাইছেন না ছেলে বিজ্ঞানী হোক। বিদেশে গিয়ে মোটা টাকার চাকরি খোঁজেন। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান পড়ানোর উপর জোর দেন তিনি।

পরিবর্তনকামী বুদ্ধিজীবী রাজ্যসভা সাংসদ যোগেন চৌধুরীকে বিজ্ঞানী বিকাশ সিনহার বক্তব্য প্রসঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান উনি একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী। ওনার মতো লোককে রাজ্যসভায় পাঠালে খুশি হতাম। আমি বুদ্ধিজীবী নই, একজন আর্টিস্ট। বিজ্ঞান প্রযুক্তি মন্ত্রী রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করা হলে জানান ওনার মন্তব্যে আমার কিছু বলার নেই। রাজ্যসভার সাংসদ কে হবে তা দলনেত্রী ঠিক করবেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞান প্রযুক্তি দপ্তরের মন্ত্রী রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, ডঃ দেবেন্দ্রনাথ গুহমজুমদার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্মৃতিকুমার সরকার।

প্রাথমিক শিক্ষকদের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি, বর্ধমান : শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য, নারী নির্যাতন, টেট পরীক্ষায় ব্যাপক দুর্নীতি সহ বৃত্তিগত ৩২ দফা দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে ২০ ফেব্রুয়ারি বর্ধমান জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ সভাপতি এবং সচিব (ডি. আই) প্রাথমিক এর কাছে চারটি বাম শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্বমূলক ডেপুটেশন দেওয়া হয়। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ছুটি নিয়ে প্রায় ৫০০ শিক্ষক-শিক্ষিকা এ. বি পি. টি-এ এর জেলা অফিসে জমায়েত হয়ে মিছিল সহ সংসদ অফিসে আসেন।

ডেপুটেশনের সভা পরিচালনা করেন জেলা সভাপতি সুজাতা পাল। জেলা সম্পাদক আশিস হাজরা ৩২ দফা দাবি পাঠ সহ ডেপুটেশনের উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা করেন। সারা বাংলার পক্ষে স্বপন মালিক এবং বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষে সৈয়দ কামারুজামান বক্তব্য রেখে ডেপুটেশন দিতে যান।

ডেপুটেশন চলাকালীন সমবেত সমাবেশে শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনের সুদীর্ঘ ইতিহাস সহ বর্তমান সময়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্য, ঘৃন্য নারী নির্যাতন এবং টেট পরীক্ষায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। পাশাপাশি বাম সরকারের শিক্ষা ও শিক্ষক স্বার্থবাহী ইতিবাচক ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন জেলা নেতৃত্ব রবিশঙ্কর পাল।

গলসিতে আদিবাসীদের প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসি, ২০ ফেব্রুয়ারি : আজ বিকালে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী অধিকার মঞ্চ, বুদবুদ-গলসি জোনাল কমিটির ডাকে গলসি ডাকবাংলোতে অনুষ্ঠিত হয় একটি সমাবেশ। সমাবেশের পর বর্ণাঢ্য পতাকা ও প্ল্যাকার্ড সজ্জিত আদিবাসীদের মিছিল গলসি বাজার ও গ্রামের মূল পথগুলি পরিক্রমা করে। পথপার্শ্বস্থ গ্রামবাসী ও পথচারীরা অবাক চোখে তাদের অভিনন্দন জানান। মিছিল শেষে এক প্রতিনিধিদল গলসি থানায় তাঁদের দাবিগুলি পূরণের জন্য লিখিতভাবে স্মারকলিপি প্রদান করেন। দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে— গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে টি এম সি'র সন্ত্রাসের বলি শহিদ মদন সোরেনের খুনিদের শাস্তি, লাভপুরে টি এম সি'র গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য অজয় মণ্ডলের নেতৃত্বে সংগঠিত গণধর্ষণের প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি, আদিবাসী সমাজের ঐতিহ্য অনুসারে সালিশি সভার অধিকার বজায় রাখা, ইটারুতে পাট্টাপ্রাপ্ত আদিবাসীদের জমি টি. এম. সি কর্তৃক বেদখলের প্রতিকার, আদিবাসী নেতা সোম হেমব্রমকে টি. এম.সি কর্তৃক শারীরিকভাবে আক্রমণের বিরুদ্ধে হুগলির ঝর্ণা মাণ্ডি ও সুমনা মাণ্ডিকে পুড়িয়ে মারার অপরাধীদের শাস্তি, সকল আদিবাসী পরিবারের বি পি এল কার্ড প্রদান প্রভৃতি। আজকের মিছিলে মসজিদপুরের আদিবাসীদের গাড়ি আটকে দেবার অপরাধীদের গ্রেপ্তারের দাবিও জানানো হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মঞ্চের জেলা নেতৃত্ব শিবেন কিসকু ও বুদবুদ-গলসির প্রশাসক সোম হেমব্রম। সভাপতিত্ব করেন লখীরাম বাস্কে।

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ পূর্বস্থলীতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১৯ ফেব্রুয়ারি : রাজ্য জুড়ে নারী ধর্ষণে মেতেছে তৃণমূল, অপরাধে অভিযুক্ত এবং খুনিদের গ্রেপ্তার না করে তাদের উৎসাহ দিচ্ছে তৃণমূল সরকার। রাজ্যে নারী সমাজ নিরাপত্তার অভাবে ভুগছে। খুন, সন্ত্রাস, হুমকি দিয়ে রাজ্যের মানুষকে দমিয়ে রাখা যাবে না। এ সবের বিরুদ্ধে মানুষ পথে নেমেই প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। এই কথাগুলি বলেন রাজ্যে মহিলা নেত্রী অঞ্জু কর।

আজ পূর্বস্থলীর ১ নং ব্লকের হেমাতপুরে এস টি কে কে মোড়ে পথ অবরোধ ও বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেয় ভারতের গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির পূর্বস্থলী জোনাল কমিটি। এদিন এই কর্মসূচিতে এক হাজার মহিলা ও যুবকর্মী অংশগ্রহণ করেন।

পথ অবরোধের আগে বিক্ষোভ সভার আয়জন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন যুব ফেডারেশন পূর্বস্থলী জোনাল কমিটির সভাপতি শ্যামল চৌধুরী। বক্তব্য রাখেন বিনকাশেম শেখ, নিমাই মাঝি। জমায়েতে উপস্থিত ছিলেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ, প্রাক্তন বিধায়ক মনোরঞ্জন নাথ, প্রাক্তন বিধায়ক রতন দাস প্রমুখ।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১৩ ফেব্রুয়ারি; ২। ইন্দোনেশিয়ার জাভাদ্বীপে, ২০১৪ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি; ৩। ডাঃ রেনে থিওফিল হাইয়াসিন্থে লেন্নাক, ১৮৮৮ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি; ৪। ক্রিস্টোফার লাথাম শোলস, ১৮৯০ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯; ৫। আফ্রিকা মহাদেশে, ১৯৬৫ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি, বানজুল; ৬। ইউরোপ মহাদেশ, ২০০৮ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি, প্রিস্টিনা; ৭। ১৮৬৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯১ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি; ৮। 'সাড়ে চুয়াত্তর', ১৯৫৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি; ৯। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলী, ১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ সালের জুন মাস; ১০। ২১ ফেব্রুয়ারি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস; ১১। উত্তর আমেরিকা, ১৯৭৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি, ক্যাসট্রিক; ১২। জর্জ ওয়াশিংটন, ১৭৩২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি, ভার্জিনিয়ায়।

সুদীপ্ত সেন মামলা বর্ধমান আদালতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি, বর্ধমান : এবার সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেনের বিরুদ্ধে চেক বাউন্সের মামলা দায়ের হল বর্ধমান আদালতে। সুদীপ্ত সেনের সারদা প্রিন্ট এ্যান্ড পাবলিকেশন -এর অধীনস্থ চিত্রসাংবাদিক সঞ্জয় কর্মকার বর্ধমান আদালতের চতুর্থ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সুদীপ্ত সেনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। তিনি জানান গত বছর ১৫ এপ্রিল সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন তাঁর নামে ৩৫৮০০ টাকার একটি চেক দেন একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কের অনুকূলে। কিন্তু পরদিন তিনি ওই চেকটি বর্ধমানের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শাখায় জমা দিলে কয়েকদিন পর তার ঠিকানায় চেকটি ফেরত যায়। কারণ হিসাবে দেখানো হয় পরিমাণ মতো টাকা নেই ওই একাউন্টে। এরপর তিনি আইনজীবীর মারফত চেকটি সুদীপ্ত সেনকে ফেরত পাঠালে সেই চেকও গ্রহণ করা হয়নি। এদিন বিচারক নির্দেশ দেন আগামী ২৯ মে বর্ধমান আদালতে সুদীপ্ত সেনকে হাজির করানোর। নির্দেশটি ১৮ ফেব্রুয়ারি দেওয়া হয় আই জি কারা কে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে সারদা প্রিন্ট এ্যান্ড পাবলিকেশনের দুটি পত্রিকা 'সকালবেলা' ও 'বেঙ্গল পোস্ট' পত্রিকায় ফ্রি-ল্যান্সার চিত্র সাংবাদিক হিসাবে কাজ করতেন বর্ধমানের সঞ্জয় কর্মকার।

প্রদীপ তা ও কমল গায়েন স্মরণসভা

—প্রথম পাতার পর

অপরাধীরা কারা? অমানবিক পুঁজিবাদী সংস্কৃতি মেয়েদের এই চোখেই দেখে। মুখ্যমন্ত্রীর স্টেটমেন্ট 'সাজানো ঘটনা'! আমরা মহারাষ্ট্রে শুনেছি গুলি খাও ফিরে যাও নিজের দেশে। পশ্চিমবাংলায় এই প্রথম শোনা গেল—বিহারের ট্যাক্সি ড্রাইভারের কী হল? তার মেয়েরে ধর্ষণে থানা কেস নিল না। বলল, বিহারে ফিরে যাও! রাজনীতির অপরাধীকরণ কমিউনিস্টদেরই বেছে বেছে হত্যা করে না, সাধারণ মানুষের উপরেও নেমে আসে। ইউ.পি.এ-র দুর্নীতি, নয়া-উদারনীতি যা জনগণের দুর্দশা বাড়িয়েছে, মূল্যবৃদ্ধির ফলে মানুষের ক্ষোভ বাড়ছে। ইউ.পি.এ'র সঙ্গে বিজেপির নীতির কোনো তফাৎ নেই, তফাৎ শুধু পতাকার রঙে। আমরা জানি পণ্যের ব্রান্ডিং হয়, এখানে মোদিকে ব্রান্ডিং করা হচ্ছে ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে। সাম্প্রদায়িকতা নয়, ধর্ম নিরপেক্ষতা, বামপন্থী শক্তির যে মডেল পশ্চিমবঙ্গ খাড়া করেছিল সেই ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে হবে। প্রয়োজন ব্যক্তির পরিবর্তন নয়, নীতির পরিবর্তন। এই নীতি পরিবর্তনের লড়াইয়ে বিকল্প নীতি নিয়ে বামপন্থীদের শক্তিবৃদ্ধি ঘটাতে হবে—আগামী নির্বাচন তাই গুরুত্বপূর্ণ। শহিদদের ত্যাগ, তিতীক্ষা, আত্মবলিদান বৃথা যাবে না। বর্ধমান আবার জেগে উঠবে।

জেলায় পরীক্ষার্থী ৮৫ হাজারের বেশি

মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু ২৪ ফেব্রুয়ারি

নিজস্ব সংবাদাতা, বর্ধমান, ২২ ফেব্রুয়ারি : এবার জেলায় মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে ২৪ ফেব্রুয়ারি। জেলাতে এবার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা বেশি। জেলাতে রেগুলার পরীক্ষার্থী ৭৫ হাজার ৭০৫ জন। এর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ৩৯ হাজার ৭০৫ জন। সি সি, কম্পার্টমেন্টাল সহ সব মিলিয়ে পরীক্ষার্থী ৮৫ হাজার ৩৫৯ জন। এজন্য জেলায় ১১৪ টি কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হবে। জেলার দশটি স্পর্শকাতর কেন্দ্রে ভিডিও রেকর্ডিং-এর ব্যবস্থা হয়েছে। মাধ্যমিক কেন্দ্রগুলির জন্য সেন্টার ইনচার্জ দিতে হিমসিম খেয়েছে মাধ্যমিক বোর্ড। শেষ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট বিডিও স্টাফকে পর্যন্ত সেন্টার ইনচার্জ নিয়োগ করা হয়েছে।

প্রহৃত হলো অরুণাচল ও ঝাড়খণ্ড থেকে আসা হোমিওপ্যাথি কলেজের দুই ছাত্র-ছাত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২২ ফেব্রুয়ারি : বর্ধমানের রাজগঞ্জে হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজে অশালীন আচরণের অভিযোগে এলাকার মানুষ মারধোর করলো হল অরুণাচল থেকে আসা সঞ্জয় মোমো এবং ঝাড়খণ্ডের ছাত্রী পূজা কামরীকে। এরপর সঞ্জয় অরুণাচল সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে। অরুণাচল সরকারের নির্দেশে কলকাতা থেকে ডেপুটি রেসিডেন্সিয়াল কমিশনার আসেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পাড়ার পার্থ সেনকে আটক করে। তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী এবং তৃণমূল কর্মী ইউনিয়নের সদস্য। এলাকার মানুষের বিক্ষোভে পুলিশ আটক ব্যক্তিকে ছেড়ে দেয়। অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ।

স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ১৬ ফেব্রুয়ারি : ইস্পাতনগরীর নেহেরু স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হল হিন্দুস্তান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন-এর ষষ্ঠ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন শ্রমিক-নেতা জীবন রায় ও অজিত মুখার্জী। মোট ৪১টি ইভেন্টে ২৫০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। ইস্পাতনগরীর খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ, রক্তদান, সেবামূলক কাজেও এই সংগঠন অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছে। দুর্গাপুরের বিভিন্ন বিশিষ্ট ক্রিড়া ব্যক্তিত্ব সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি হেদায়তুল্লাহ মণ্ডল, পিতা আজিজুল হক মণ্ডল, গ্রাম - বালশিডাঙা, পোঃ - ভাতার, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১৮ জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যার প্রকৃত নাম সুমাইয়া মণ্ডল কিন্তু জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত তার নাম রিকজা ইয়াসমিন, পিতা হিদাতুল্লা মণ্ডল নথিভুক্ত হয়েছে। সুমাইয়া মণ্ডল, পিতা - হেদায়তুল্লা মণ্ডল ও রিকজা ইয়াসমিন, পিতা - হিদাতুল্লা মণ্ডল এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি সুদীপ্তা মণ্ডল, স্বামী দেবব্রত মণ্ডল, বি এড কলেজ রোড, টিকরহাট, পোঃ - লাকুড্ডি, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, বিবাহ পূর্বে আমি সুদীপা সরকার, পিতা - স্বপন কুমার সরকার নামে পরিচিত ছিলাম, যা বিভিন্ন নথিতে নথিভুক্ত রয়েছে। ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে দেবব্রত মণ্ডল সাথে আমার বিবাহ হয় এবং বিবাহ পরবর্তীকালে সুদীপা মণ্ডল, স্বামী দেবব্রত মণ্ডল নামে পরিচিত হই যা আমার ভোটার পরিচয়পত্রে নথিভুক্ত আছে। সুদীপা সরকার, পিতা স্বপন কুমার সরকার ও সুদীপা মণ্ডল, স্বামী দেবব্রত মণ্ডল এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি সফী আলম সেখ, পিতা মহম্মদ জাফিরউদ্দিন মালিরবাগান, বাজেপ্রতাপপুর, বর্ধমান। নোটারি পাবলিক বর্ধমানের নিকট ৬ জুলাই, ২০১৩ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম Sk. Mehefus কিন্তু প্রতিবন্ধী প্রমানপত্রে তাঁর নাম ভুলবশত Mahabub Sk. নথিভুক্ত হয়েছে। এই এফিডেবিট বলে আমার পুত্র সর্বত্র Sk. Mehefus নামে পরিচিত হল। Mahabub Sk. এবং Mehefus Sk. এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি শ্রী পূর্ণেন্দু রায় ওরফে কানু রায়, পিতা সমর কুমার রায়, খালুইবিল মাঠ ২ নং লেন, বর্ধমান। নোটারি পাবলিক বর্ধমানের নিকট ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার স্ত্রীর রেশন কার্ডে ও আমার সন্তান যথা জ্যোতির্ময় রায় ও মেঘা রায়-এর জন্মশংসাপত্রে আমার নাম কানু রায় নথিভুক্ত হয়েছে। এই এফিডেবিট বলে আমি সর্বত্র পূর্ণেন্দু রায় নামে পরিচিত হলাম। কানু রায় ও পূর্ণেন্দু রায় এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

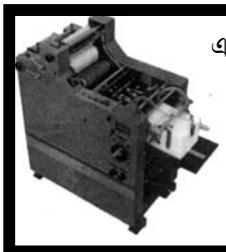

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা